

INTERNSHIP STORIES

One step closer to fulfilling dreams

Anupriya Chakraborty

An internship is one of the most crucial experiences in academic life before entering a full-time career. It not only provides valuable work experience but also helps ease the transition into a new and responsible stage of life. Internships often come with many bothersome questions about work-life balance, which can be overwhelming. However, my experience of interning at ‘Prayasam’ was surprisingly comfortable and enjoyable. It was my first time working in an office, and I found the atmosphere to be pleasant and supportive. I was able to work in my chosen field, learn new skills, and participate in various enthusiastic activities. The coordinators at ‘Prayasam’ maintained a friendly environment, making the workflow smooth, clear, and enjoyable throughout the internship.

The most challenging aspect of adulthood is self-analysis, especially when it comes to deciding the best field to work in, comprehending what I am good at, and choosing a career path. While ‘Prayasam’ helped me with these decisions, it provided more than just guidance. They not only assisted me in selecting my area of work but also counseled me on my area of interests and assigned me tasks that would be beneficial for my career development and valuable for esca-



The five interns from Brainware University at Prayasam

lating my skills. During my time there, I worked as a communication material developer, wrote scripts, created assigned content, and conducted an official interview with the Founder-Director and Secretary of ‘Prayasam’ as part of one of their significant projects.

Dreams surpass the edge of mere fantasies with our growing age. Visualizing ourselves in successful career positions guides our visions in adulthood. This fuels our desire and strengthens our commitment to achieve our goals and attain everything we aspire to for our future. This internship at ‘Prayasam’ feels like a step closer to my dreams, as it offered me the opportunity to



work in a desired role, enhance my skills, and cultivate a stronger ambition in my chosen field. This place serves as a valuable crossroad for both work and learning experiences. On the final day of our internship at ‘Prayasam,’ we received a heartfelt farewell. We thoroughly enjoyed our last

day, which included an on-camera interview with our coordinator, a shared lunch sponsored and arranged by the team, and an overwhelming moment when we were felicitated by the Founder-Director.

‘Prayasam’ provided a unique office experience. It is an NGO with a modern developmental approach that challenges the conventional mindset prevalent in our society. Sharmily Biswas, Supratik Roy, Aditya Adhikari, Soumya Sen, and I were interning there, and the supportive environment they fostered has strengthened our bond as colleagues.

I would like to highlight that Manish Chowdhury, our coordinator at ‘Prayasam,’ guided us with relentless dedication. He offered me the opportunity to work as an interviewer, which helped me become more aware of my communication skills. Also grateful to be a part of their “Ontrack” sessions, a life skill training institute, which kept our enthusiasm high with practical activities alongside our work. For us, ‘Prayasam’ represents the crucial first step that inspired us to aspire higher and higher.

Interning with Zee 24 Ghanta



Paromita Das

Working at Zee 24 Ghanta was a valuable and enriching experience that gave me deep insights into the world of television journalism. I had the opportunity to observe and participate in the fast-paced environment of a leading Bengali news channel.

During my time there, I learnt how news is gathered, verified and presented to the public. I was introduced to the newsroom workflow — from writing news scripts to editing video footage and assisting in live



news production. I also got the chance to interact with experienced journalists, anchors, editors and technical staff, all of whom were supportive and encouraging. One of the most

exciting parts of my experience was attending editorial meetings, where I saw how stories are selected and prioritized based on newsworthiness and public interest.

I also learned the importance of accuracy, speed, and ethical reporting. Overall, working with Zee 24 Ghanta helped me develop practical skills in journalism, communication, and teamwork. It was an unforgettable experience that inspired me to pursue a career in media with greater passion and confidence.

হিন্দু-মুসলিম ধর্মের মিলনস্থল "আজমচন্দীর মন্দির"

দিশা মজুমদার

হিন্দু- মুসলিম ধর্ম নিয়ে ভেদাভেদ আমাদের সবারই শোনা। ধর্ম নিয়ে মানুষজনের মধ্যে হিংসা,বিবাদ, দাঙ্গা লেগেই রয়েছে। তবে এর মধ্যেও ব্যতিক্রমীর প্রতীক হিসেবে ধরা দিয়েছে আজমচন্দীর এই মন্দির। টিটাগড়, পাতুলিয়া এলাকায় এই মন্দির স্থাপিত রয়েছে বহু বছর ধরে। মন্দিরের এমন নামকরণের পিছনে রয়েছে একটি বিশেষ কারণ। বহু বছর আগে আজম মিয়া নামক এক মুসলিম বাড়ি বর্তমান মন্দির সংলগ্ন এলাকায় থাকা একটি অশুখ গাছের তলায় বসে নামাজ পড়তেন। একদিন রাতে তিনি নাকি মা চণ্ডীর স্বপ্নাদেশ পান। মা চণ্ডী তাঁকে বলেন, এইখানে তিনিও বিরাজমান। তাই তিনি আজমকে সেই স্থানে, অশুখ গাছটিকে ঘিরে একটি মন্দির স্থাপন করার নির্দেশ দেন।



বার্ষিক পূজার সময় সেজে উঠেছে আজমতলার মন্দির, মেলায় জমেছে জনতার ভিড়। ছবি: দিশা মজুমদার

সেই আদেশানুযায়ী, আজম মন্দির স্থাপন করে এবং মন্দিরটির নাম হয়ে ওঠে ‘আজম চণ্ডী’-র মন্দির। তাই বর্তমানে এই মন্দিরের কারণেই ওই এলাকার নাম আজমতলা। প্রতি বছর জানুয়ারি মাসের ১৫ই জানুয়ারি থেকে এই মন্দিরের বার্ষিক পূজা শুরু হয়। জাগ্রত এই মন্দিরের কথা শুনে ভক্তেরা কত দূর দূরান্ত থেকে এই মন্দিরে পূজা দিতে আসে। কিন্তু মন্দিরে কোনো বিশেষ মূর্তিকে পূজা করা হয়না, সেই অশুখ গাছটিকেই পূজা করা হয়। এছাড়াও সাতদিন ধরে চলা এই পূজার সময় বসে এক বিরাট মেলা। তাই ছোট বাচ্চাদের কাছে “আজমতলার মেলা” খুব আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। পূজার সাতদিন প্রতি সন্ধ্যাবেলায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যেমন- বাউল গান, নৃত্য প্রদর্শনী ইত্যাদি মেলার প্রাচুর্যতা বাড়িয়ে তোলে। তাই ‘আজমচন্দীর মন্দির’ তথা আজমতলা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির একটি নিদর্শন।

অহনা রায়

বর্ষা এখনও বিরাজমান, দুর্গোৎসবের এখনও প্রায় দুই মাস বাকি। কিন্তু এরইমধ্যে সারা শহরে আগমনীর প্রস্তুতি পূর্ব শুরু হয়ে গেছে। কলকাতার বড়ো ক্লাবগুলোতে চলছে বিশেষ থিমে মণ্ডপ নির্মাণের কাজ, দোকানে কেনাকাটা করতে ভিড় করছে সাধারণ মানুষ। বনেদী বাড়ি গুলিতেও জোরকদমে চলেছে মাড়ু আরাধনার তোড়জোড়। কুমোরটুলির অলিগলিতে চলেছে নানান রূপে মাড়ু মূর্তি নির্মাণ। তবে শুধু শহরাঞ্চল নয় পূজাপ্রস্তুতি চলেছে বিভিন্ন জেলার প্রান্তিক গ্রাম গুলিতেও। যদিও শহরের মতো চাকচিক্য এইসব পূজায় থাকেনা তবে ভক্তি, বিশ্বাস আর আবেগ এখানেও কিছু কম হয়না। আর এই প্রস্তুতি পর্বের মূল কাভারী হলেন সেই সব শিল্পীরা যারা নিজেদের নির্যম্যাদি, অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারা দুর্গোৎসবকে গ্রাণবস্ত করেতোলে। যারা খর-বাঁশের কাঠামো, মাটি আর রঙের ছোঁয়ায় চিমুয়ী দেবীকে মুখ্যরূপে প্রদান করেন। এমনই এক মুং শিল্পী হলেন হাওড়া জেলার মিথিরা গ্রামের গৌতম চন্দ।



মুং শিল্প

ছোটবেলায় বাবা, গোপাল চন্দ্রের কাছে মূর্তি তৈরির হাতে খড়ি গৌতম বাবুর। কিন্তু স্বচ্ছল জীবনযাপনের আশায় পারিবারিক মুং শিল্পের কাজ ছেড়ে কাঠমিস্ত্রী হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। তবে পরে মুং শিল্পের প্রতি ওনার ভালোবাসার কারণে উনি পারিবারিক পেশায় নিযুক্ত হন। গৌতম বাবু জানান দীর্ঘ 25 বছর ধরে উনি এই পেশায় নিযুক্ত এবং দুর্গা মূর্তির পাশাপাশি বিশ্বকর্মা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী ইত্যাদি মূর্তিও

বানান। “এখন তো সব রেডিমেড রং পাওয়া যায় কিন্তু ছোটো বেলায় বাবাকে দেখতাম তেঁতুল বীজ থেকে আঠা তৈরী করে রঙে মিশিয়ে মূর্তি রং করতেন। আর সেই ডাকেরসাজ আর মূর্তির মাথায় শনের চুলও সেভাবে ব্যবহার হয়না সবারই বিকল্প এসেছে বাজারে,” এমনই মন্তব্য করেন গৌতমবাবু।

বর্তমান গুজমের অনেকেই পারিবারিক মুংশিল্পের কাজ এর বদলে অন্যান্য পেশায় নিযুক্ত হচ্ছে এবিষয়ে তিনি বলেন, “আসল মূর্তি বানাতে শুধু মাটি আর কাঠামোই নয় লাগে ধৈর্য, নিষ্ঠা আর মুং শিল্পার প্রতি টান যেটা সবার মধ্যে থাকেনা তাই তারা নিজেদের মত অন্যান্য পেশায় মুক্ত হয়।”

Celebrating India’s spirit in the heart of America

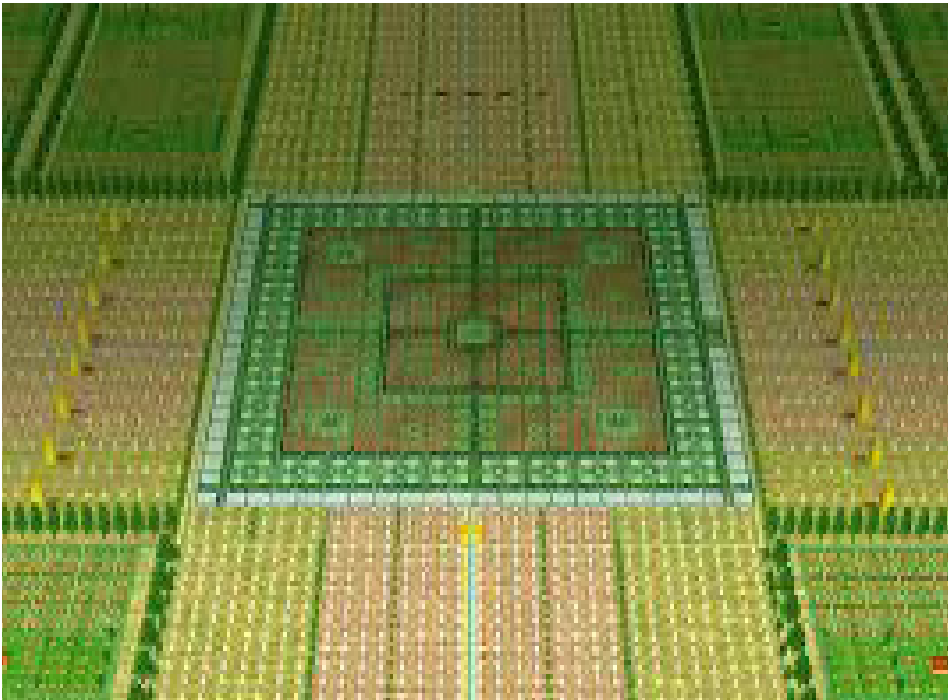
Abahoni Podder

As we celebrate the 78th Independence Day on August 15, 2025, we remember that India is not just a country; it is an emotion that lives in the hearts of millions. India is known for its vibrant festivals, diverse culture and rich culinary heritage, which connect people across the world.

During my research, I discovered Maharishi Vedic City, located in Ohio in the United States of America, which is built according to the beliefs of Hindu scriptures, Ayurveda, and Vastu Shastra (Vedic architecture). This city reflects India’s spiritual heritage abroad and shows how our traditions continue to inspire the world.

Transcendental Meditation and Ayurveda, both prominent in Vedic City, have their roots in India’s ancient wisdom. Maharishi Mahesh Yogi, who founded Transcendental Meditation and inspired the creation of Vedic City, was born in India and trained under its spiritual traditions. He began promoting TM in India and later brought it to the West, sharing the message of inner peace and well-being.

The city was built according to his vision, using Indian principles of harmony, balance, and natural living. All buildings in Vedic City follow Sthapatya Veda, a branch of Vastu Shastra, India’s ancient science of spatial design and architecture, ensuring alignment with nature for mental peace and prosperity. Vedic City also offers Ayurveda health centers and



treatments based on India’s traditional system of healing, bringing the benefits of holistic wellness to people in the United States. Interestingly, Vedic City also once had its own local currency called “Raam” which residents used for exchanging goods and services within the community. However, this practice was later discontinued.

It remains in use within the community, but on a very limited scale. Usage is not mainstream, and no longer supported by banks and stopped exchanging Raam currency decades ago.

On this Independence Day, as we honour our freedom, it is heartwarming to see how India’s ancient wisdom continues to shape lives across the globe, reminding us that India’s spirit, culture, and knowledge truly have no boundaries.



It’s August again

Ahona Roy

It was August 9, 2024, when a 31-year-old, on-duty female postgraduate trainee doctor was raped and murdered inside R.G. Kar Medical College and Hospital, Kolkata. A doctor, whose duty is to save lives, got raped and murdered, and this gruesome event hit the public conscience.

The parents who lost their daughter only demanded justice, but it was not only about the justice for that one victim. Somewhere it was about the safety of all women professionals and all other girls and women in society. A 12-day-long strike undertaken by the junior doctors of West Bengal shook the conscience of the people but not the government. Not only in West Bengal, doctors and civilians from Assam to Maharashtra and from all over India undertook strikes and candle marches demanding a thorough probe into the incident and adequate security at hospitals. The CBI investigated the case and the country was waiting for justice, but, in between the whole investigation procedure, on August 13 a news came from Jharkhand of a 3-year-old schoolgirl who was raped by the school van driver. The



same day, another news came from Maharashtra that two 4-year-olds who got raped inside the school by a sweeper. Just after two days came the news of another 13-year-old from Tamil Nadu, was raped by her own father. On August 19, another incident of a dalit nurse came from Uttar Pradesh. She was raped by her fellow doctors. There are so many cases which

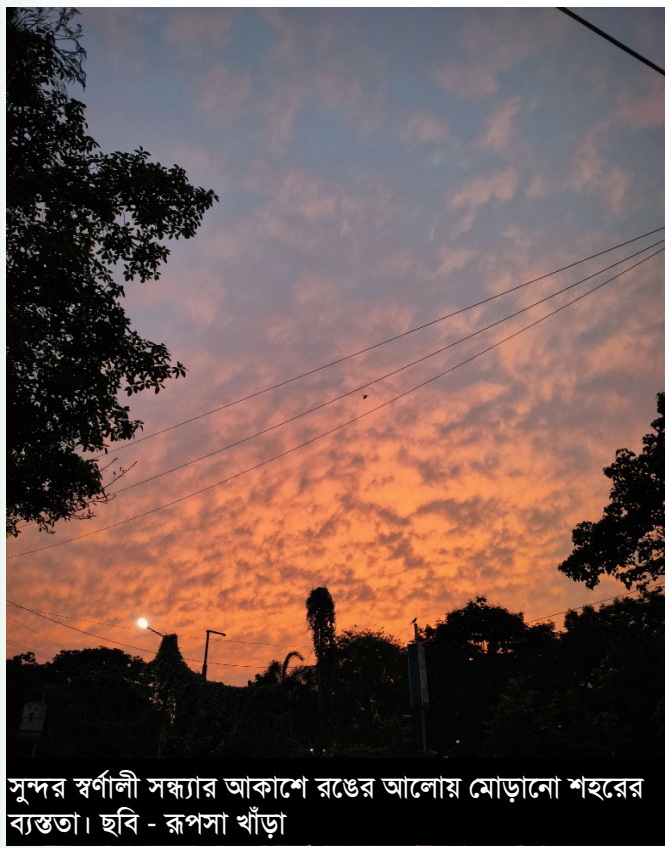
have taken place till now, some got reported and some are still in the darkness.

Though the final verdict on the RG Kar case has been announced, the victim’s parents are waiting for justice. And just like them there are lots of victims and their families who are waiting for the justice too. One year has passed, lots of protests, candle marches have

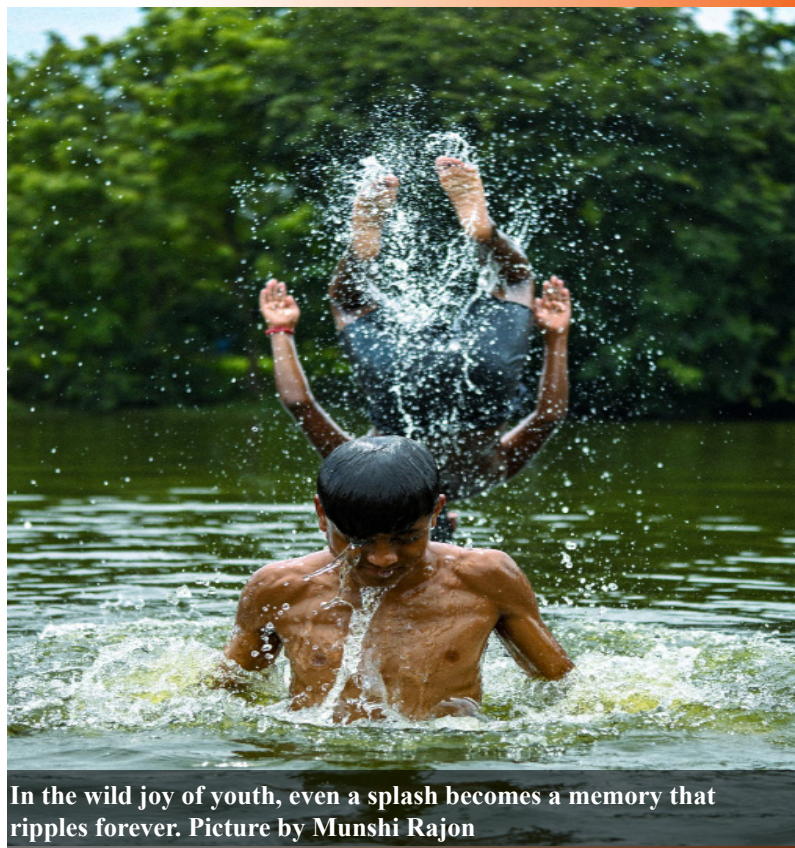
taken place but have anything changed or improved? There were protests in Kolkata this August 9 too, but it was more political and not as spontaneous as the rallies last year. It’s August again and the whole India is going to celebrate Independence Day this week. But is India truly prepared to celebrate this freedom?



নাছোড় বান্দা।
ছবি - সুমন ভট্টাচার্য্য



সুন্দর স্বর্ণালী সন্ধ্যার আকাশে রঙের আলোয় মোড়ানো শহরের ব্যস্ততা। ছবি - রূপসা খাঁড়া



In the wild joy of youth, even a splash becomes a memory that ripples forever. Picture by Munshi Rajon



Temple of the Vedic Planetarium, Iskcon Mayapur — standing tall under the vibrant sky. Picture by Kritika Bharti



Amidst the tangled wire and crowded lanes.
Picture by Ranodip Saha



The hustle and bustle of Dum Dum station meets the tranquility of the sky. Picture by Ritu Payra



Creativity in the sands of time. Picture by Pritha Aditya



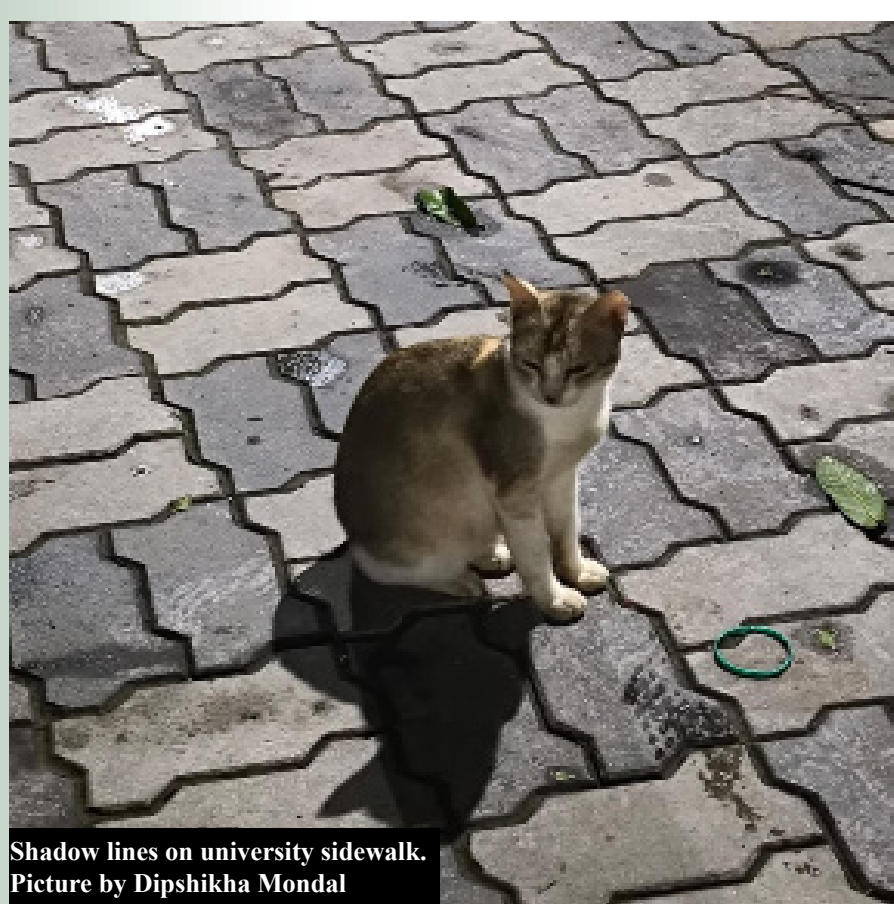
Hold on tight, every stop writes a story!
Picture by Indrani Dutta



A vibrant night view on the rain-slicked NH 35.
Picture by Ahona Roy



This holds the glory of India .Picture by Sangeeta Guha



Shadow lines on university sidewalk.
Picture by Dipshikha Mondal



তালগাছের মাথায় বাবুই পাখিদের রাজত্ব।
ছবি - মোনালি বিশ্বাস

Engaging ‘Hoktorko’ debate

Debosmita Roy

Brainware University’s Building 2 auditorium was the setting for a dynamic Hoktorko debate session on July 30, organized in collaboration with *Ei Samay*. The event, which commenced at 10.30 in the morning, saw active participation from students representing every department across the university, providing a significant platform for intellectual exchange and the development of argumentative skills. The presence of the Dean of Student Welfare highlighted the university’s commitment to fostering a vibrant and engaging academic environment.

The chosen topic for the debate was the culturally pertinent and often spirited question, “Is Biryani the national dish of Bengalis?” Participants were allotted a 30-minute period to articulate their viewpoints, constructing arguments either in support of or in opposition to the motion. To ensure a clear understanding of the process and to offer valuable guidance, four seasoned professionals



from *Ei Samay* were present, assisting students in structuring their persuasive arguments effectively. The session began

with the distribution of registration forms, requiring students to provide their personal and departmental information. Following this, the concentrated writing phase commenced, as participants diligently drafted their written submissions. Upon the completion and submission of their arguments, each student was presented with a complimentary copy of the *Ei Samay* newspaper.

This university-level competition served as a crucial preliminary stage for a broader contest. From the pool of participants, 10 students will be selected to advance to the district level. Subsequently, four of these 10 will earn the opportunity to represent Brainware University in the highly anticipated district-level mega debate. The remaining six students will receive certificates of appreciation in recognition of their commendable participation and efforts. The event was widely lauded as a success, effectively promoting critical thinking and enhancing communication abilities among the student body.

Saiyaara: Where music remembers what love forgets

Sharmily Biswas

Saiyaara arrives like a soft, unexpected melody in a noisy room. The film is directed by Mohit Suri and featuring newcomers Ahaan Panday and Aneet Padda. Saiyaara doesn’t scream to be noticed — it sings, and somehow, we all stop to listen. It’s a lyrical journey through memory, music, and heartbreak that speaks directly to a generation torn between connection and chaos. It may not rewrite the rules of romance, but Saiyaara reminds us why we still return to love stories in this restless generation.

Saiyaara tells the emotional story of Krish (Ahaan Pandey) a troubled musician and Vaani (Aneet Padda), a vibrant lyricist, who fall in love while working on music together. Their bond is tested when she is diagnosed with early-onset Alzheimer’s. The movie is a tender tale of love, memory and letting go.

What works best in Saiyaara is its emotional honesty. The film avoids over-the-top drama and instead offers a heartfelt portrayal of love and memory. The chemistry between the leads feels genuine. The music of Saiyaara flows like a heartbeat throughout the film — subtle, warm and soulful. Each track feels like a quiet confession, echoing the



characters love and loss. In a world of noise, Saiyaara offers songs that speak in whispers and stays in our heart. Ahaan Panday surprises with a performance that is both restrained and emotionally layered. Aneet handles a difficult role with remarkable grace. Together, Ahaan and Aneet share a gentle, believable chemistry that anchors the film’s emotional depth.

The first half is slow-paced, making it difficult for the story to fully engage with the audience from the beginning. The plot follows a familiar and predictable path, lacking fresh twists.

In an era dominated by re-makes, high-octane thrillers, and multiverse experiments, Saiyaara arrives like a soft, unexpected melody in a noisy room. For those who miss the kind of romantic films that stay with you quietly after the credits roll, Saiyaara is worth a watch.

Superheroes of 2025: Not just saving the world, healing it too

Supratick Roy

The superhero films of 2025 didn’t just bring back capes, battles, or legendary names — they brought back something far more important: meaning. At a time when the world feels divided and overwhelmed, this year’s biggest superhero movies stood as reminders of who we are and who we could become. Through their pain, struggles, and unity, these heroes gave us something cinema too often forgets — hope, healing, and humanity.

The return of Superman marked a turning point in how we view the most iconic hero of all time. In the past, he was portrayed as a god above us — powerful, perfect, untouchable. But this Superman is different. He is not above the world, he is a part of it. He wakes up to the same ailments, carries the same burdens, and walks through the same storms we all do.

He’s not just an alien sent to save us — he’s a man who chooses, every day, to rise above anger, fear, and despair. And that’s the message: greatness isn’t born, it’s built. His strength comes not from his powers, but from his heart. In a world too often filled with division and hate, Superman reminds us that treating others with kindness is the most heroic act of all. He teaches us that being human — feeling, failing, caring — isn’t a weakness. It’s where real strength begins.

Then came Thunderbolts, a



film that dared to focus on the ones who were left behind. These aren’t the golden heroes on magazine covers. They’re the ones who broke, the ones who were used, the ones who didn’t get second chances — until now.

The film brought together a team of misfits who felt unloved and unwanted. They didn’t believe in themselves, and certainly didn’t think the world would ever believe in them. But when they stood together, something changed. They found family, purpose, and the courage to fight not just villains — but their inner darkness. What makes Thunderbolts so powerful is its honesty. It tells those who feel invisible that they matter. It shows that no one is truly alone, and that even those who’ve made mistakes deserve redemption. The world may not always forgive easily — but we can heal when we

find people who see us for who we are. The film’s message lingers long after the credits roll: the past doesn’t define you, and love is still possible, even for the broken.

Finally, *Fantastic Four: First Steps* grounded its cosmic adventure in something deeply human — the bond of family. As Reed, Sue, Johnny, and Ben face sudden transformations and terrifying unknowns, they don’t fall apart. They hold on to each other. They argue, they stumble, but they never walk away. The message is simple, yet powerful: in the hardest times, you don’t leave the people you love. Even when everything changes, even when it hurts, you stay. Because family — by blood or by bond — is what keeps us going when everything else breaks. In a world where relationships are easily fractured, *Fantastic Four* showed us the strength of loyalty.

alty, the beauty of staying, and how unity can be the greatest superpower of all.

Together, these films didn’t just entertain. They reflected real struggles — emotional, mental, societal — and showed how each can be overcome with compassion, connection, and courage. They gave us heroes who didn’t only fight monsters, but fought loneliness, doubt, and despair. And in doing so, they taught us that even though the world is far from perfect, it can be made better — if we choose to be better.

Because that’s what every great superhero story should do. Not just thrill us, but change us. Show us that no matter who we are, where we’re from, or what we’ve been through — there’s a hero inside us all, waiting to make the world a little brighter.

গোথিয়া কাপে ইতিহাস গড়ল ভারতের মিনার্ভা, বিশ্বমঞ্চে নতুন করে উড়ল ভারতীয় ফুটবলের পতাকা

সুপ্রতীক রায়

একটা সময় ছিল যখন ভারতীয় ফুটবলের আন্তর্জাতিক সাফল্য কেবল কল্পনাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু আজ সেই ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিয়েছে মিনার্ভা অ্যাকাডেমি এফসি। সুইডেনের গোটেনবার্গ শহরে আয়োজিত বিশ্বের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ বয়সভিত্তিক ফুটবল টুর্নামেন্ট গোথিয়া কাপ ২০২৫-এ ভারতীয় এই ক্লাবটি শুধু অংশগ্রহণই করল না, পুরো বিশ্বকে চমকে দিয়ে জিতে নিল শিরোপা, তাও ৮০টিরও বেশি দেশের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাঝে।

ফাইনালে ভারতের মুখোমুখি ছিল আর্জেন্টিনার ফুটবল বিদ্যালয় CEF 18 Tucumn — যারা নিজ দেশেই পরিচিত প্রতিভা গড়ার কারিগর হিসেবে। কিন্তু মাঠে কোনো সুযোগই পায়নি তারা। মিনার্ভার ছেলেরা প্রথমার্ধেই চারটি গোল করে ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ করে দেয় — রিদম, ইয়োগেনবা, রাজ ও নেনামনি-র অসাধারণ পারফরম্যান্সে ভারত ৪-০ ব্যবধানে ফাইনাল জিতে নেয়। এই জয় ছিল নিছক জয় নয় — ছিল দাবি যে ভারতীয়



ছেলেরা আর পিছিয়ে নেই, তারা এখন লড়তে জানে, জিততেও জানে।

মিনার্ভার যাত্রাটা কিন্তু সহজ ছিল না। গোথিয়া কাপে তাদের প্রতিপক্ষ ছিল বিশ্বের নানা প্রান্তের শক্তিশালী দলগুলি। তবুও ভারতীয় এই দলের গালের বড় থামেনি — গ্রুপ পরে তারা LB07-কে ১৩-০ ও Stenstetra IF-কে ১২-০ গোলে হারায়। সেমিফাইনালে সুইডেনের দল Syrianska IF-কে হারিয়ে সরাসরি ফাইনালে উঠে আসে। গোটা টুর্নামেন্টে মিনার্ভা ৯টি ম্যাচ খেলে ৫০-এরও বেশি গোল করে এবং মাত্র ২টি গোল হজম করে — যা তাদের দক্ষতা, একাত্মতা এবং পরিশ্রমের নিখুঁত প্রতিফলন।

অনেকেই জানেন না, এই গোথিয়া কাপ থেকেই উঠে এসেছেন বিশ্ব ফুটবলের কিংবদন্তিরা — যেমন জুসতান ইব্রাহিমোভিচ, আলেক্সান্দ্রো

পিরলো, জাভি আলোনসো। তাদের মতো ফুটবলারের পদচিহ্ন ধরে এবার এগোচ্ছে ভারতের ছেলেরা। আর সেই পথ তৈরি করছে মিনার্ভা অ্যাকাডেমি — যারা শুরু থেকেই দেশের গ্রাসরুট ফুটবল উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

এই সাফল্য আবারও প্রমাণ করে দিল যে ভারতীয় ফুটবলারেরা অযোগ্য নয়, বরং অযত্নের শিকার। আমাদের দেশের ছেলেরা প্রতিভাযে কোনও অংশে পিছিয়ে নেই — শুধু চাই সুশৃঙ্খল, দুর্নীতিমুক্ত এবং আধুনিক ফুটবল অবকাঠামো। মিনার্ভার মতো উদ্যোগ যদি আরও বিস্তৃত হয়, তাহলে ভবিষ্যতের ভারতীয় ফুটবল দল শুধুমাত্র এশিয়া নয়, বিশ্ব মঞ্চেও গর্বের প্রতীক হয়ে উঠতে পারবে।

আজ যারা গোথিয়া কাপে ইতিহাস লিখলো, কাল তারাই হয়তো জাতীয় দলের জার্সি গায়ে বিশ্বকাপ খেলবে। আমরা যদি এখনই তাদের যথাযথ পরিচর্যা ও পরিবেশ দিতে পারি, তাহলে “ভারত বিশ্ব ফুটবলে কিছু করতে পারবে না” — এই ধারণা চিরতরে বদলে যাবে।

ভুয়ো ইমেইলে জাভি-গার্ডিওলা ধোঁকা, AIFF-এর অদক্ষতার মাঝে সঠিক সিদ্ধান্ত : ভারতের নতুন কোচ খালিদ জামিল

সুপ্রতীক রায়

ভারতীয় ফুটবল আবারও শিরোনামে—তবে মাঠের সাফল্যের জন্য নয়, বরং প্রশাসনিক এক লজ্জাজনক ঘটনার জন্য।

সম্প্রতি AIFF-এর কাছে আবেদন আসে যে বার্সেলোনার কিংবদন্তি জাভি হার্নান্দেজ এবং ম্যানচেস্টার সিটির কোচ পেপ গার্ডিওলা ভারতের জাতীয় দলের কোচ হতে চান। দেশের বড় বড় মিডিয়া এই খবর প্রকাশ করে চাঞ্চল্য ছড়ায়। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই ধরা পড়ে—সবটাই ভুয়ো ইমেইল! ১৯ বছরের এক যুবক ‘মজা’ করার জন্য এই কাণ্ড ঘটিয়েছে, আর AIFF যাচাই না করেই আবেদনকে গুরুত্ব দিয়েছে।

এখানে আসল প্রশ্ন—জাভি সত্যিই আবেদন করলেও



কি তিনি ভারতীয় ফুটবলের জন্য উপযুক্ত হবেন? উত্তর হচ্ছে, না। জাভি বিশ্বমানের কোচ হলেও তাঁর অভিজ্ঞতা মূলত ইউরোপের এলিট ক্লাব ও সেরা পরিকাঠামোতে। ভারতীয়

ফুটবলে পরিকাঠামো, খেলোয়াড়ের মানসিকতা ও মাঠের চ্যালেঞ্জ একেবারে আলাদা। কাগজে কলমে বড় নাম হলেও, বাস্তবে ভারতের মতো ভিন্ন পরিবেশে তাঁর কাজ করা

কঠিন হতো, বিশেষ করে সীমিত বাজেট, ভ্রমণ সমস্যা ও ঘন ম্যাচসূচির মতো পরিস্থিতিতে। বড় নাম মানেই বড় সাফল্য নয়—ভারতীয় ফুটবল তার আগেও এই শিক্ষা পেয়েছে।



ঠিক এখানেই খালিদ জামিলের নাম উঠে আসে। ভারতীয় ফুটবলের আবেগ, বাস্তবতা ও সীমাবদ্ধতা—সবকিছু তিনি ভেতর থেকে জানেন। নর্থইস্ট

ইউনাইটেডের কোচ হিসেবে সীমিত বাজেটে দলকে ISL সেমিফাইনালে তুলেছিলেন, যা অনেক বিদেশি কোচও পারেননি। আই-লিগ জিতিয়েছেন আড়াই দশকেরও বেশি

সময় পর এক সম্পূর্ণ ভারতীয় কোচ হিসেবে। খেলোয়াড়দের উপর তাঁর প্রভাব, ড্রেসিংরুমে তাঁর উপস্থিতি এবং স্থানীয় প্রতিভাকে সুযোগ দেওয়ার মানসিকতা ভারতীয়

ফুটবলের জন্য অমূল্য। তবে এই ভুয়ো ইমেইল কাণ্ড AIFF-এর প্রশাসনিক অদক্ষতার নগ্ন উদাহরণ। দেশের সবচেয়ে বড় ফুটবল ফেডারেশন যদি একটুখানি যাচাই ছাড়া এমন আবেদনকে গুরুত্ব দেয়, তাহলে ভবিষ্যতে আরও বড় ভুল হওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা। পেশাদারিত্ব, যাচাই প্রক্রিয়া ও স্বচ্ছতা না বাড়ালে বিদেশি কোচ, বিনিয়োগকারী বা স্পনসরদের আস্থা পাওয়া অসম্ভব। সব মিলিয়ে, এই ঘটনায় AIFF-এর ভুল চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেও, খালিদ জামিলকে জাতীয় দলের কোচ করার সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে সঠিক। এখন প্রয়োজন মাঠের পাশাপাশি প্রশাসনিক টেবিলেও একই রকম মনোযোগ, কৌশল ও জবাবদিহিতা আনা—যাতে ভারতীয় ফুটবল সত্যিই এগিয়ে যায়।